© Robin

অগম্য-গমন।

By N.P.O.

মেয়েটির পোঁদ বেশ ভরাট। এতদূর থেকেও ওর সালোয়ারের উপর দিয়ে প্যান্টির আভাস বোঝা যাচ্ছে । মনে মনে হিসাব কষলাম--কম করে হলেও ৩৭ ইন্চি হবে মেয়েটির পোঁদ। আমার দিকে মেয়েটি পেছন ফিরে রয়েছে--তাই চেহারা দেখতে পাচ্ছি না। হঠাৎ মেয়েটি ঘুরল--আর দেখলাম এটা আমার দিদি !! আমার আপন দিদি !!!! ওহ মাই গড !!! আমার নিজের দিদির এমন ভরাট পোঁদ--আগে কোনদিন খেয়ালি করিনি।

দিদিকে যেভাবেই হোক - পটিয়ে পাটিয়ে চুদতে হবে। ঠিক করে ফেললাম আমি। দূর থেকে দিদির কামিজ ফেটে বেড়িয়ে আসতে চাওয়া স্তনদু'টো দেখতে লাগলাম। ইচ্ছা করছে দু'হাত দিয়ে মুচড়ে দিয়ে আসি। কেমন মাগির মত দুধগুলো উদ্দত করে রেখেছে !! শালা--নিজের দিদির দুধ - পোঁদ দেখেই আমার ধোন বাবাজি শক্ত লোহার রড !!!

কিন্তু দিদি একা একা এই নিউমার্কেটের ব্যস্ত ফুটপাথে কি করছে ? আমি দিদিকে দূর থেকে দেখতে লাগলাম। লোকজন আমার মতোই অসভ্য ভাবে দিদির পোঁদ-দুধ দেখছে। হঠাৎ দেখতে পেলাম একটা বেশ হ্যান্ডসাম ছেলে এসে দিদির সাথে কথা বলতে লাগলো। একটু পরে দু'জনে একটা রিকশা ডেকে উঠে পড়ল।

আমিও শালা একটা রিকশা নিয়ে ওদের ফলো করতে লাগলাম। এরপরের ঘটনা আর কি বলব----আমার মাগি দিদি ওই ছেলের সাথে একটা পার্কে গিয়ে পোঁদ ঘষাঘষি করতে লাগলো----ছেলেটা দিদিকে ঝোপের আড়ালে নিয়ে গিয়ে মুখমেহন করিয়ে নিল। দিদি প্রথমে করতে চায়নি--কিন্তু ওই ছেলে মহা চোদনবাজ---সে দিদির কাপড়ের উপর দিয়ে দিদির ভরাট পোঁদের ফুটোতে আঙ্গুল দিয়ে গুঁতো দিতে লাগলো।

আর যে কোন মেয়েকে তাদের এই পোঁদের ফুটোতে নাড়া দিলেই--মেয়েদের যৌন উত্তেজনা অটোমেটিক উঠে যায়। দিদির ক্ষেত্রেও তাই ঘটল--আর ফলস্বরূপ দিদিকে দিয়ে ওই বদ ছেলে তার কুচকুচে কালো ধোন চুষিয়ে নিল অনায়াসে। এরপর দিদির ফর্সা মুখের উপরে ধোনের মাল চিড়িক চিড়িক করে ছড়িয়ে দিল।

এর কিছুক্ষন পরে সেই ছেলে আর আমার মাগি সেক্সি দিদি পরিস্কার হয়ে নিয়ে দু'জনেই পার্ক থেকে বেড়িয়ে আসলো। আমি শালা অন্য একটা কর্ণার থেকে সব দেখলাম। আমার মোবাইলে তাদের যৌনলীলার অনেকগুলো ফটো তুলে নিলাম। মনে মনে হাসলাম---দিদিকে কিভাবে বশ করতে হবে তা বের করে ফেলেছি !! হেঃ হেঃ।

রাতে বাসায় আসার পর দেখলাম আমার মহা খবরদারি করা দিদি স্বভাবমত আমাকে শাসাতে শুরু করে দিল

-ছোটন--তুই সারাদিন কোথায় থাকিস? আর এত রাত করে বাড়ী ফিরলি কেন? লায়েক হয়ে গেছিস ?

-আমি বন্ধুদের সাথে একটা কাজে গিয়েছিলাম দিদি।

-চোপ! বসে বসে খাস--আর বন্ধুবান্ধবদের সাথে আড্ডা দিস--বাসার কোন কাজে লাগিস না--তোর লজ্জা শরম নেই?

আমার মেজাজ খারাপ হতে শুরু করল---নিজে মাগি হয়ে পরপুরুষের ধোন চোষে--আর আমাকে বলে লজ্জা শরমের কথা !

-দেখ দিদি---আমাকে শাসাবে না

-শাসাবো না মানে? নিজে গায়ে হাওয়া লাগিয়ে বেড়াবি--আর আমরা কিচ্ছু বলব না ? একশবার শাসাবো ! বেয়াদপ। মুখে মুখে কথা !!

-দেখ দিদি। আমি শেষবারের মত বলছি---আমাকে শাসাবে না। লজ্জা শরম তোমার নেই--আবার তুমি আমাকে বলতে আসো......

এই পর্যায়ে দিদি ফট করে আমার গালে চড় মেরে বসল। আমি হতবাক ! আমার গায়ে আমার এই মাগি দিদি চট করে হাত তুলবে তা ভাবতে পারিনি। আমার রাগ উঠে গেল চরমে।

বাসায় মা , দিদি আর আমি। আমাদের বাবা মারা গেছে ৫ বছর। মা আমাকে তেমন ঘাঁটায় না। এর কারন আছে। কেবল এই বদরাগি দিদি আমাকে ইচ্ছামতন খাটায় এবং শাসন করে আসছে। আজ ঠিক করে ফেললাম--এই মাগিকে একটা রামচোদন দিয়ে একদম সোজা করে ফেলব।

তার আগে বলি--কেন মা আর আমাকে ঘাঁটায় না। একদিন এরকম রাত করে বাসায় ফেরার কারণে মা আমার সাথে রাগারাগি করা শুরু করল। আমি সেদিন একটু বাংলা খেয়ে এসেচিলাম--তাই মা'র এসব অহেতুক খবরদারি বরদাশত হচ্ছিল না। বাসায় দিদি ছিল না সেদিন। মা যখন আমাকে গালাগাল করার পর চড় মেরে দিল--তখন মাতাল অবস্থায় আমার হিতাহিত জ্ঞান লোপ পেল--আমি মা'র চুল মুঠো করে ধরে মা'কে ঘুরিয়ে ডাইনিং টেবিলের সাথে চেপে ধরলাম। আমার ধোন মা'র পোঁদের খাঁজে লেগে গেল। আর মা'র ৪২ ইন্চি ভরাট নরম পোঁদের স্পর্শ পেয়ে আমার ধোন ফট করে শক্ত হয়ে গেল। মাতাল আমি তখন যৌন উত্তেজিত হয়ে মা'র নরম পোঁদে শাড়ির উপর দিয়ে ঠাপ মারতে লাগলাম। বেশ কয়েকটা ঠাপ মারার পরে মা'কে ছেড়ে দিলাম। এরপর থেকে মা আমাকে ভয় পায়। আমাকে দেখলে সড়ে পড়ে। বাসায় আমি আর মা যখন একা থাকি--তখন মা'কে ডাকলে মা নতজানু হয়ে আমার সামনে এসে হাজির হয়। আমার বেশ মজা লাগে--মা'কে এইভাবে হাতের মুঠোর মধ্যে এনে ফেলেছি দেখে। মাঝে মাঝে বাসায় যখন আমি আর মা একা থাকি--তখন আমি ভিসিআর-এ হাই ভলিউম দিয়ে ব্লু ফ্লিম লাগিয়ে দিয়ে হাত মারতে থাকি। মা দেখলে দেখুক--কিন্তু আমি জানি--মা'র আর আগের মত সাহস নেই আমাকে কিছু বলার। হাঃ হাঃ ! আমার মাগি

© Robin

মা'র নরম পোঁদে শক্ত ধোন লাগিয়ে এমন শিক্ষা দিয়ে দিয়েছি--এরপর থেকে মা আমার ধোনের জন্য আমাকে ভয় পায়। হেঃ হেঃ। আসলে একটা বয়সের পরে বাসার পুরুষদেরকে বাসার সব মেয়ের মেনে চলা উচিৎ। সেই মেয়ে - মা হোক, দিদি হোক--যা-ই হোক না কেন। এখন বাসায় আমি একমাত্র পুরুষ--আর তাই মা এবং দিদির উচিৎ আমার কথা মত চলা--আমাকে সমিহ করে চলা উচিৎ ওদের। আমি যা বলব--তাই তাদের করা উচিৎ--এমনকি আমি যদি রাতে ওদের দু'জনকে ন্যাংটা হয়ে আমার ধোন চুষতে বলি--তাহলে ওদের তাই করতে হবে।
এসব ভাবতে ভাবতে আমি পকেট থেকে মোবাইল বের করলাম। চোখ দিদির চোখে। মোবাইলে টিপ দিয়ে ছবি গুলো আনলাম। এরপর দিদির চোখের সামনে এনে একটার পর একটা ছবি টিপ দিয়ে দিয়ে দিদিকে দেখাতে লাগলাম। দিদির চোখ ছানাবড়া হয়ে গেল। দিদির উদ্ধত রাগত চোখ মুখ ধিরে ধিরে ভয়ার্ত হয়ে গেল। দিদির চোখে ভয়ের ছায়া দেখতে পেয়ে আমি মনে মনে উল্লাসে ফেটে পড়লাম। হাঃ হাঃ হাঃ !! মাগিকে নরম করে ফেলেচি।
-কি ? কার লজ্জা শরম নেই এখন? বলব সবাইকে?
দিদি তাড়াতাড়ি আমার হাত থেকে মোবাইলটি কেড়ে নিয়ে ফেলল। আমি ক্ষেপে গেলাম। দিদি মোবাইল নিয়ে দৌড় দিতেই আমি দিদিকে ল্যাং মেরে কার্পেটের উপর ফেলে দিলাম। এরপর এক লাফে দিদির গায়ের উপর চেপে বসলাম। উফ কি নরম পোঁদ দিদির !!! দিদির পোঁদটাকে আমার ধোন দিয়ে চেপে ধরলাম। আর এক হাত দিয়ে দিদির চুল মুঠো করে ধরে দিদির মাথা চেপে ধরে রাখলাম মাটিতে। দিদির আর নড়াচড়ার শক্তি নেই। আমি অন্য হাত দিয়ে দিদির মোবাইল ধরা হাতটি মুচড়ে দিলাম। আস্তে করে কঁকিয়ে উঠে দিদি মোবাইলটা ছেড়ে দিল। এই অবস্থায় দিদির নরম পোঁদে কয়েকটা ঠাপ দিলাম। এরপর মোবাইলটা তুলে নিয়ে দিদিকে এখনকার মত ছেড়ে দিলাম।
দিদি উঠে বসল। আমার দিকে ভয়ার্ত চোখে তাকিয়ে থেকে তাড়াতাড়ি নিজের রুমে চলে গেল। আমি আবারো উল্লাসে ফেটে পড়লাম। আজ রাতেই দিদিকে দিয়ে আমি ধোন চোষাব ঠিক করলাম। কি নরম পোঁদ দিদির। আর কি ভরাট !! এমন ভরাট পোঁদ দেখলে একটা বাচ্চা ছেলের ধোন শক্ত হয়ে যাবে। শালার এমন পোঁদ আমার সেক্সি দিদির !!!!
রাতে মা, দিদি আর আমি --আমরা তিনজন আলাদা আলাদা ভাবে রাতের খাওয়া খেয়ে নিয়ে যে যার রুমে চলে গেলাম। দিদি ভেবেছে আমি ওকে ছেড়ে দিয়েছি। হা হা হা । আমি রাত ১২টা বাজার জন্য অপেক্ষা করতে লাগলাম। ঠিক রাত ১২টায় দিদির রুমের সামনে গিয়ে দরজায় নক করলাম।
-কে?---দিদি জানতে চাইলো। বেশ রাগ টের পেলাম দিদির গলায়। হারামজাদি মাগির তেজ ঠিক আগের মত-ই আছে দেখচি !
-দিদি--আমি। দরজাটা খোল।
-এত রাতে কি চাস তুই?
-মোবাইলের ছবিগুলো নিয়ে একটা কথা ......
হুট করে দরজা খুলে দিদি আমার দিকে রাগি চোখে তাকাল।
-তোর যা ইচ্ছা তাই কর গিয়ে --কিন্তু আমাকে আর জ্বালাবি না - বেআদপ।
-আমাকে বেয়াদপ ডাকচো দিদি ? ঠিক আছে। এই ছবিগুলো পোস্টার প্রিন্ট করে পাড়ার সবার কাছে পাঠিয়ে দেব।
দিদি আমার হাত ধরে টান মেরে রুমের মধ্যে টেনে নিয়ে দরজা পা দিয়ে ঠেলে লাগিয়ে দিল।
-কি করতে চাস তুই? কেন এমন করছিস ? --চাপা গলায় দিদি জানতে চাইলো।
-কি করতে চাই ? হুম। ভালো কথা জিজ্ঞেস করেছে দিদি। আমি অনেক কিছু করতে চাই। তুমি তোমার বদরাগি স্বভাব দিয়ে আমাকে অনেক জ্বালিয়েছ।
-আচ্ছা - সেজন্য আমি খুবি সরি। লক্ষি ভাই আমার--তুই এই ছবিগুলো নস্ট করে ফেল।
-হুম। শুধু সরি বললে তো হবে না। আমার দিদি হয়ে তুমি মাগিদের মত খদ্দেরদের ধোন চুষবে--আর আমি তা বসে বসে দেখব।
দিদির সামনে এই প্রথম খুব নোংরা কথা বললাম। এবং আমার এটা দেখে খুশি লাগলো যে দিদি শুধু চুপচাপ মাথা নিচু করে শুনে গেল। হা হা হা । এই ঢেমনা পোঁদি দিদিকে আজকে একদম চুদে ছাড়ব।
-দিদি। মাথা তুলো। আমার দিকে তাকাও। --আদেশের ভঙ্গিতে বললাম আমি।
দিদি ধীরে ধীরে মাথা তুলে তাকাল। দিদির চোখে ভয়। নাইটির উপর দিয়ে দিদির উদ্ধত স্তনগুলোর দিকে নোংরা দৃস্টি দিয়ে তাকিয়ে থাকলাম। দিদি সেটা বুঝতে পেরে একটা ওরনা নিয়ে বুক ঢাকলো। আমি টান মেরে সেটা কেড়ে নিয়ে রুমের এক কর্নারে ছুঁড়ে মারলাম।
-শুয়ে পড় দিদি। একদম টান টান হয়ে শুয়ে পড়। আর কিছু ঢাকার চেস্টা করবে না। আজকে তোমাকে একটু টিপে দেখবো।
-অসভ্যতা করবি তুই আমার সাথে ছোটন? আমি না তোর দিদি ?!
-চোপ। যা বললাম তাই কর মাগি।
আমার ধোন তখন শক্ত হয়ে পাজামার সামনে তাঁবু তৈরি করে ফেলেছে। সেটা আড়চোখে দিদি দেখতে পেল। আর আমার অগ্নিমূর্তি দেখে ধিরে ধিরে টান টান হয়ে শুয়ে পড়ল।

WWW.MILNIRGON.COM

© Robin

আমি তখন ভাদ্র মাসের কুকুর হয়ে গেলাম। ফট করে দিদির নাইটি কয়েকটা টান মেরে ছিঁড়ে ফেললাম। দিদির মসৃন তলপেটের উপর ধীরে ধীরে হাত বুলাতে লাগলাম। চোখ দিদির গভীর নাভির উপর। দেরি করলাম না আর----মুখ নামিয়ে এনে জীভের ডগাটা দিদির নাভির উপর স্থাপন করলাম। শুরু হল চোষন। দিদি গুঙরে গুঙরে উঠছে। মাগির কামোত্তেজনা হতে বাধ্য। কারন আমি একটা হাত বাড়িয়ে দিদির গুদের উপর মালিশ করছি--আর অন্য হাত দিয়ে দিদির ডানদিকের মাইটা টিপছি। ফিস ফিস করে দিদি বলল

-ছোটন---আর করিস না----আমার কেমন জানি লাগছে।।।।।।।।উফফফফফফফফফফফফফফফফফ।

আমি দিদির এই কথার কোন জবাব দেবার প্রয়োজন মনে করলাম না। নাভি থেকে মুখ উঠিয়ে দিদির শরীরটাকে উল্টিয়ে দিলাম। চোখের সামনে খানকি মাগি দিদির ভরাট পোঁদটা ভেসে উঠল। নাইটিটা এখনো পোঁদটাকে ঢেকে রেখেছে--দিলাম একটান । এবার যা দেখলাম--তাতে আমার ধোন আরো শক্ত হয়ে গেল--কারন দিদি একটা লাল প্যান্টি পড়ে আছে। আমি প্যান্টিটা একটানে পোঁদ থেকে নামিয়ে দিদির হাঁটুতে নামিয়ে আনলাম। দিদি চট করে উঠে বসতে চাইলো আর বলল

-এই ছোটন---না না।।।।আর কিছু করিস না---এই।।।।।।

আমি উত্তরে আমার শক্ত উথীত ধোনটা দিদির মুখের মধ্যে ঢুকিয়ে দিয়ে ওর মাথা শক্ত করে আমার তলপেটের সাথে লাগিয়ে রাখলাম। বাধ্য মেয়ের মত দিদি আমার ধোন চুষে যেতে লাগলো-------দিদির মুখের লালায় ধোনটা যথেস্ট পিচ্ছিল হয়ে যেতেই সেটা দিদির গুদে সেট করে দিলাম এক রামঠাপ। দিদি আমার রামঠাপ খেয়ে কঁক করে উঠলো। বেশ অনেকক্ষন চোদন দেওয়ার পরে দিদিকে কুত্তাচোদা করলাম। এরপর দিদির পোঁদ মারলাম। সবশেষে কয়েক কাপ বীর্য দিদিকে হা করিয়ে খাইয়ে দিয়ে সেই রাতের রামচোদনের সমাপ্তি টানলাম।

এই ঘটনার পর থেকে দিদি কোনদিন আমার উপর খবরদারি করার সাহস করেনি---বরং যখনি আমার ইচ্ছ হত---দিদিকে চুদতাম। দিদি চোদাতে না চাইলে দিদির মাংসল পোঁদে বেল্ট দিয়ে চাবুকের মত করে মারতাম। তাই মারের ভয়ে দিদি বাধ্য মেয়ের মত আমার যৌনদাসির মত হয়ে থাকতো। এমন অনেক রাত গিয়েছে--আমি আমার রুম থেকেই দিদিকে জোড়ে ডাকতাম--আর দিদি তার রুম থেকে নগ্ন হয়ে আমার রুমে এসে আমার চোদা খেয়ে যেত। মা আমার এই চোদন দেওয়া দেখতে পেয়েছিল--কিন্তু ভয়ে কিছু বলার সাহস করেনি।

WWW.NILNIRJON.COM